# সরদহ ইউনিয়নে গণগবেষণা

বদিউল আলম মজুমদার এবং জমিরুল ইসলাম,

উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। প্রতিটি মানুষ সক্ষম, সৃজনশীল ও অফুরন্ত সম্ভাবনার আধার। এই বিশ্বাস থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মনে করে, যদি মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলা যায়, প্রত্যাশা অর্জনে তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা যায়, তাহলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। আর এর জন্য মূলত প্রয়োজন মানুষের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তাকে তার নিজের ভাগ্য গড়ার রূপকারে পরিণত হতে সহায়তা করা এবং তার সফলতা নিশ্চিত করার জন্য 'সহায়ক পরিবেশ' সৃষ্টি করা। হাঙ্গার প্রজেক্টের উৎসাহ ও সহযোগিতায় এই চেতনাবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একদল স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবক। তারা নিজ নিজ এলাকায় সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ক্ষুধামুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে সম্পৃক্ত।

তবে এই আন্দোলন সফল হবে না, যদি এই আন্দোলনের সাথে অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষদের সম্পৃক্ততা গড়ে না উঠে এবং তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হয়। এই উপলব্ধি থেকে গত কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু উজ্জীবক পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে 'গণগবেষণা' শুরু করে। প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখ্য যে, গণগবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে হাঙ্গার প্রজেক্ট ও উজ্জীবকদের হাতে খড়ি হয় অধ্যাপক মো: আনিসুর রহমানের কাছ থেকে। পরবর্তীতে উন্নয়ন গবেষণা ফাউণ্ডেশনের ড. লেনিন আজাদ ও তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করে একদল উজ্জীবক। ইতোমধ্যে অনেকগুলো ইউনিয়নে উজ্জীবকদের প্রণোদনায় গণগবেষণা ছড়িয়ে পড়ছে। এসব ইউনিয়নগুলোর মধ্যে সরদহ ইউনিয়ন একটি।

রাজশাহী শহর হতে মাত্র ২৮ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে চারঘাট থানায় অবস্থিত সরদহ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে প্রমত্তা পদ্মার শাখা বড়াল। প্রায় ২৩ হাজার লোকের বাস এই ইউনিয়নে।

এই এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ব্যতিক্রম ধারার উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয় ২০০৩ সালে। সেই বছরের জুনে অনুষ্ঠিত ৩৯৯তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনের এই নুতন প্রয়াসের সাথে সম্পৃক্তি ঘটে সরদহ ইউনিয়নের। তারপর থেকে উজ্জীবকরা তাদের নিজেদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে অব্যহতভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বনির্ভরতার আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে অতি দরিদ্রদের সম্পৃক্তকরণের

বি:দ্র: ড. বদিউল আলম মজুমদার, কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
জমিরুল ইসলাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর,দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

তাগিদ অনুভূত হতে থাকে তাদের মাঝে। এই তাগিদ থেকেই অতি দরিদ্রদের যুক্ত করার উপযোগী উপায় হিসেবে গণগবেষণা শুরু হয় সরদহ ইউনিয়নে।

তিনদিনের একটি গণগবেষণা কর্মশালার মাধ্যমে সরদহ ইউনিয়নে গণগবেষণা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। এই কর্মশালাটি ১২-১৪ জুন ২০০৬ এ ইউনিয়নের ২৭ জন (নারী - ৯ ও পুরুষ - ১৮) সক্রিয় উজ্জীবক নিয়ে সোয়ালজে (সরদহে অবস্থিত বেসরকারি সংস্থা) অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা সকলে স্থানীয় সমস্যা ও ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, সমস্যা বিশ্লেষণ, সমাধানের নানা পথ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়। এই প্রক্রিয়ায় বের হয়ে আসে ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনকে সফল করতে হলে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত ও তাদেরকে যৌথচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা। সেজন্য কর্মশালা শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দায়িত্ব ভাগ করে নেন কে কোন গ্রামে বা পাড়ায় কাজ করবে, তাদের ভূমিকা কী হবে। তারা ঠিক করে নেয় যে, তাদের ভূমিকা হতে হবে একান্তই সহায়কের– আর তা হলো পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষের নেতৃত্বের বিকাশে সহায়তা করা, যাতে তারা স্বাধীনভাবে যৌথচিন্তা করে, সংগঠিত হয় এবং উদ্যোগ নেয়। কর্মশালার পর পরই গণগবেষণার বিস্তৃতি ঘটানো এবং গণজাগরণকে বেগবান করার জন্য নিজেদের মধ্যকার বন্ধন সুদৃঢ় করতে **'এসো মিলি মুক্তির পতাকায়'** নামে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি গণগবেষণা সহায়ক সংগঠনও তারা গড়ে তোলেন। এভাবে এই ইউনিয়নে শুরু হয় গণগবেষণা চর্চা এবং এর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে তৃণমূল পর্যায়ে। এই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বেগবান করতে এগিয়ে এসেছে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও চেয়ারম্যান মতিউর রহমান তপন।

**গণগবেষণা সহায়কগণ গণগবেষকদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের উৎস**

কর্মশালার পর থেকে সহায়করা নিজ নিজ গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষদের নিয়ে একত্রে বসছেন, মাথা খাটিয়ে তাদের সমস্যা ও সমাধানের পথ খুঁজে দেখতে সহায়তা করছেন। দরিদ্র মানুষের নেতৃত্বকে উৎসাহিত করছেন। এই প্রক্রিয়ায় এলাকায় বেশ কয়েকটি গণসংগঠন গড়ে উঠেছে। তবে সহায়করা মনে করেন শুধু গণসংগঠন গড়ে তোলাই গণগবেষণা সহায়কগণের মূল লক্ষ্য নয়। তাই এসকল সংগঠনে গণগবেষণা চর্চা যাতে চালু থাকে, তা নিশ্চিতও হয় তাদের মাধ্যমেই। তাদের লক্ষ্য থাকে গণগবেষকদের পরনির্ভরশীলতার সংস্কৃতি থেকে বের করে এনে 'নিজের যে সামর্থ্য আছে, সৃজনশীলতা আছে' তা অনুভূতিতে আনতে সহায়তা করা। কারণ গতানুগতিক ধারণা হলো, যারা দরিদ্র তারা অক্ষম, তাদের সামর্থ্য নেই, তারা দুর্বল প্রভৃতি। আর এ ধারণা থেকেই দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক তৈরি হয়। যা মানবিক উন্নয়নের পরিপন্থি।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন গণগবেষণা সহায়ক রুবিনার কথা, 'জীবনযুদ্ধে পরাজয় মানিনা, তোমরা আমাকে যা কিছু ভাবো তাতে আমার কিছু আসে যায় না'। এই মনোবলকে ভিত্তি করেই পথ চলতে থাকেন রুবিনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও এর ভিত্তিতে কার্যক্রমের কারণে ইউনিয়নের ঝিকরা গ্রামের গণগবেষণা

সহায়ক বর্তমানে এলাকায় একজন আলোচিত এবং সুপরিচিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছেন। উল্লেখ্য যে, ৩৯৯তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। পরে অংশ নেন গণগবেষণা কর্মশালায়। অব্যাহত চর্চার মাধ্যমে রুবিনা হয়ে উঠেছেন এখন একজন দক্ষ সহায়কে। তিনি তার সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে এলাকার কর্মহীন যুব সমাজের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে ঝিকরা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং জুন মাসে ঝিকরা উচ্চ বিদ্যালয়ে সরদহ ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় উজ্জীবকদের আয়োজনে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় দুইটি ব্যাচের সেলাই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যারা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে প্রায় ১০/১২ জন বর্তমানে সেলাই মেশিন যোগাড় করে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, রুবিনা সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে অন্যদেরকে প্রণোদিত ও সংগঠিত করতেও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে থাকেন। তার উদ্যোগেই উজ্জীবক ও গণগবেষকরা এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, খোলা পায়খানা প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা ও পাড়াভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করছেন। একইসাথে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া নারীদের সংগঠিত করার উদ্যোগও নেন তিনি। গড়ে তোলেন **ঝিকড়া মুষ্ঠি চাল** সমিতি নামে ১৫ সদস্যের একটি সংগঠন। সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম করে চাল সঞ্চয় করেন। শুধু সঞ্চয় বৃদ্ধি নয়, সংগঠন সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায় সদস্যদের ধারও দিয়ে থাকে এখান থেকে।

রুবিনার কাজের পরিমণ্ডল সমাজে আর দশটা মেয়ের মতো না হওয়ায় তাকে অনেক কটু কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়ার মানুষ নন রুবিনা। প্রবল আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে সেই রুবিনা সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন একটি মেয়ে তিন বোন ও দুই ভাইয়ের শুধু লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণই নয়, সংসারের যাবতীয় বোঝা বহন করার পরও মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারেন। তাই আজ পুরো এলাকায় সব মানুষের কাছে রুবিনা প্রশংসিত।

**গণসংগঠনে গণগবেষণা চর্চা:**

গণগবেষণার সাথে সম্পৃক্ত সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র সদস্যরা এখন যুক্তির ভিত্তিতে কথা বলেন। যুক্তির শক্তি তারা এখন উপলব্ধি করেন। তারা এখন নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করেন এবং সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন। তারা মনে করেন, যৌথভাবে চিন্তা না করলে, উত্তর খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। তাদের মতে, যৌথচিন্তা হলো যুক্তির শক্তি। আর যৌথচিন্তার যে শক্তি তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তাদের সমবেত ভাবনায়, সমবেত উদ্যোগে। তারা যখন একত্রে বসে গবেষণা করেন, তখন তারা দেখতে পান এমন কিছু গুরুতর সমস্যা, যেগুলো সমাধানে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার কোন বিকল্প নেই।

ঐক্যবদ্ধ শক্তিই সামাজিক পূঁজির বড় উৎস। এই বোধ থেকেই বর্তমানে এই এলাকায় ১৮টি স্থানীয়

গণসংগঠনে গণগবেষণা চর্চা হচ্ছে। এখানে বলে নেয়া দরকার যে, PAR কর্মশালা পরবর্তী গড়ে ওঠা সংগঠনগুলোতে গণগবেষণার অনুশীলন এবং এর অনুকরণে পূর্বে এলাকায় গড়ে উঠা সংগঠনগুলোও এখন যুক্ত হয়েছে এই চর্চার সাথে। এসব গণসংগঠন সরদহ ইউনিয়নের একটি বৃহৎ শক্তিতে রূপ নিতে চলেছে। প্রতিটি সংগঠন স্বাধীন, স্ব-পরিচালিত ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত। সম্পৃক্তরা নিয়মিত গণগবেষণা চর্চা করেন। গণকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বেগবান করতে সামাজিক পুঁজির সাথে তারা অর্থনৈতিক পুঁজিও সৃষ্টি করছেন। যার ভিত্তিতে গণগবেষকগণ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

## সরদহ ইউনিয়নে গড়ে ওঠা গণসংগঠন সমূহ

| সংগঠনের নাম | সদস্য সংখ্যা | পুঁজি | গঠন তারিখ |
|---|---|---|---|
| সাধীপুর যুব উন্নয়ন সমিতি | ২০ জন পুরুষ | ১০,২২০ টাকা | জানুয়ারি ১, ২০০৭ |
| পাটিয়াকান্দি তরুণ-তরুণী সংগঠন | ৬০ জন পুরুষ | ২৫,০০০ টাকা | আগস্ট ১, ২০০৬ |
| ঝিকরা সুখী সমিতি | ২০ জন নারী | ৪,৫৫০ টাকা | জানুয়ারি ১, ২০০৭ |
| বালিয়াডাঙ্গা আশার আলো সংগঠন | ১৩ জন নারী ও ২জন পুরুষ | ১,৫৫৫ টাকা | আগস্ট ২১, ২০০৭ |
| ক্ষুধা মুক্তির দল গড়ি | ২৫ জন নারী | ৬,৮৯০ টাকা | জানুয়ারি ১, ২০০৭ |
| ঝিকড়া ঘরোয়া সংগঠন | ১৫ জন নারী ও ৬ জন পুরুষ | ১৫,৬৩০ টাকা | অক্টোবর ১, ২০০৬ |
| খেজুর গাছ সমিতি | ৬০ জন পুরুষ | ৮৯,৭১০ টাকা | অক্টোবর ৩০, ২০০৪ |
| একতা সংগঠন | ১ জন নারী ও ১৬ জন পুরুষ | ২৯,৮৮০ টাকা | সেপ্টেম্বর ৯, ২০০৫ |
| ব্লক বাটিক ও হস্তশিল্প সংগঠন | ১৫ জন নারী ও ২ জন পুরুষ | ৬,৮৪ টাকা | নভেম্বর ২৩, ২০০৭ |
| সাদীপুর মহিলা উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন নারী | ১,২৫,০০০ টাকা | নভেম্বর ২৭, ১৯৯৯ |
| স্বর্ণলতা মুষ্টি চাল সংগঠন | ১৫ জন নারী | ২,৫০০ টাকা | ডিসেম্বর ৩, ২০০৬ |
| এসো মিলি মুক্তির পতাকায় | ৩ জন নারী ও ২৭ জন পুরুষ | ৪০০ টাকা | জুন ২৯, ২০০৬ |
| মুষ্ঠিচাল সমিতি | ১৩ জন নারী ও ২ জন পুরুষ | ১০,৩৫০ টাকা | সেপ্টেম্বর ৯, ২০০৫ |
| ঝিকরা সমবায় সমিতি | ১ জন নারী ৯ জন পুরুষ | ১২,২০০ টাকা | ডিসেম্বর ১২, ২০০৫ |
| নিজের কল্যাণ সমবায় সংগঠন | ১ জন নারী ৮ জন পুরুষ | ৩,০০০ টাকা | অক্টোবর ১০, ২০০৬ |
| খোর্দ্দ গোবিন্দপুর আশার আলো সংগঠন | ৩০ জন পুরুষ | ৩০,০০০ টাকা | ডিসেম্বর ১৬, ২০০৬ |
| নতুন কুড়ি সংগঠন | ৪ জন নারী ও ৬ জন পুরুষ | ৮,০০০ টাকা | জুলাই ১৫, ২০০৬ |
| ঝিকড়া ঘরোয়া সমিতি | ১৫ জন নারী ও ৭ জন পুরুষ | ১৫,০০০ টাকা | অক্টোবর ১, ২০০৬ |

### গণগবেষণাচর্চার কয়েকটি অভিজ্ঞতা:

**সুখি মহিলা সংগঠনের** সদস্যরা গণগবেষণা চর্চার মধ্য দিয়ে তাদের সঞ্চিত অর্থ আয়মূলক কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কি করণীয় তা নিয়ে তারা গবেষণা করেন। বেরিয়ে আসে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির কথা। কারণ তারা পাপোশ তৈরির কথা ভাবছেন। প্রশ্ন ওঠে কীভাবে নিজেরা দক্ষ হবেন? প্রশিক্ষণ কে দেবেন? কারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন? প্রশিক্ষণ পরবর্তী করণীয় কী হবে? শুরু হয় এসব

প্রশ্নের উত্তর খোঁজা, চলে নানা তর্ক-বিতর্ক। একজন সদস্য বলে উঠলন, পাশের ইউনিয়নে পাপোশ তৈরির কারখানা থেকে অভিজ্ঞতা নেয়া যাবে। কীভাবে অভিজ্ঞতা নেবে, কীভাবে সকলে প্রশিক্ষিত হবে, পাপোশ বানাতে কে কী করবে এ নিয়ে অনেক গবেষণা চলে। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্তে আসে, তারা সেই কারখানায় যোগাযোগ করে সংগঠনের দুজন সদস্যকে প্রথমে প্রশিক্ষিত করবে। তারপর সেই দুই জন অন্যদের প্রশিক্ষিত করবে। কোন দুইজনকে কারখানায় পাঠাবে তাও তারা ঠিক করে সংগঠনে বসে আলোচনার মাধ্যমে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে নেই, তা বাস্তবায়নও করছে। ইতোমধ্যে সদস্যরা পাপোশ বানানোর প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। তবে সঞ্চয় স্বল্প হওয়ায় সংগঠনকেন্দ্রিক উৎপাদন এখনও শুরু হয়নি। তাদের স্বপ্ন, সঞ্চয় বাড়িয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে পাপোশ উৎপাদন শুরু করবেন। সদস্যদের প্রত্যয়, আমরা সবাই মিলে পাপোশ বানাব এবং আমাদের পাপোশ আমরাই বিক্রি করব।

**সুখি মহিলা সংগঠনের** পাশে রয়েছে আরেকটি গণসংগঠন। এই সংগঠনের নাম দিয়েছে তারা **'ক্ষুধা মুক্তির দল গড়ি'**। ২৫ জন অতি দরিদ্র নারী মিলে এই সংগঠন গড়ে তুলেছেন। সদস্যরা যৌথ চিন্তা করে বের করেছে তাদের জন্য নতুন একটি উদ্যোগের ধারণা। তারা প্রথমে তিনটি সম্ভাব্য উদ্যোগ খুঁজে চিহ্নিত করেন। সেলাই প্রশিক্ষণ, মাসরুম চাষ এবং ব্লক বাটিক-এমব্রয়ডারী। গবেষণা করে তারা দেখেন যে, এই অঞ্চলে এর আগে অনেকেই সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তাই এ কাজে সফলতার সম্ভাবনা কম। এছাড়া মাসরুম চাষ করে তা অঞ্চলের বাইরে পাঠানো তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে। তবে ব্লক-বাটিক ও এমব্রয়ডারীর কাজ এলাকায় নতুন এবং তা বাজারজাত করাও সহজ হবে। কারণ স্থানীয় উপজেলা বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। শেষে তারা ব্লক-বাটিক ও এমব্রয়ডারীর কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এরপর তারা শুরু করে দেয় কাপড় কিনে ব্লক-বাটিকের কাজ। এখন সদস্যরা বলেন, 'আমাদের পুঁজি, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আমরা সবাই মিলে কাজ করি, এতেই আমাদের আনন্দ'। তারা এখন শুধু কাপড়ে ব্লক-বাটিকই করছে না, এসব কাপড় বাজারজাত করার জন্য একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিও গঠন করেছে। উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত কাজে যারা যেভাবে শ্রম দেয়, সেই শ্রমের অনুপাতে তারা মজুরি নেয়।

গণসংগঠনের সদস্যরা 'সমস্যা যেখানে, সমাধানও সেখানে' এই বিশ্বাসকে বুকে ধারণ করে নিজেরাই নিজেদের সমস্যগুলো চিহ্নিত করে এবং সকলে মিলে সেগুলো সমাধানের পথ খুঁজে বের করে। আরিফার সহায়তায় গড়ে ওঠা **আশার আলো** সংগঠনের সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রে বসে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, সকলে মিলে বুদ্ধি খাটায়। সংগঠনের সঞ্চয়ের টাকা আরিফার কাছে থাকে। এ নিয়ে একদিন একজন সদস্য প্রশ্ন তোলে, আরিফার কাছ থেকে যদি টাকা হারিয়ে যায় কিংবা আগুনে পুড়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে কী হবে? এ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে যায় দলের সভায়। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন যুক্তি। আরিফাও চিন্তায় পড়ে যায় এবং বলে 'এভাবেতো আগে কখনও ভাবিনি।' এক পর্যায়ে অনেক যুক্তি-তর্ক শেষে সিদ্ধান্তে হয় টাকা ব্যাংকে রাখার এবং ব্যাংক একাউন্ট খোলার। এভাবে আলোচনা সমালোচনা, সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের মাধমে সংগঠনগুলো এগিয়ে চলছে এবং তাদের ভিত্তি মজবুত হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের মীমাংসার হাতিয়ারও হয়ে উঠছে গণগবেষণা। এই